115

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

২৭ আগস্ট ৭ অনুষদের ডিন নির্বাচন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি জমে উঠেছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী ২৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদের ডিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক রাজনীতি বেশ জমে উঠেছে। শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ১৪ আগস্ট ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থক 'নীল গ্রুপ' ৭টি অনুষদের জন্য একটি পূর্ণ প্যানেল, বিএনপি সমর্থক 'সাদা গ্রুপ' ৬টি অনুষদের একটি আংশিক প্যানেল এবং দল নিরপেক্ষতার দাবিদার মুক্তিযুদ্ধের অপর এক পক্ষ 'গোলাপী দল' তিনটি অনুষদের আংশিক প্যানেল জমা দিয়েছে।

নীল গ্রুপের প্রার্থীরা হচ্ছেন— কলা অনুষদে ডঃ কাজী শহীদুল্লাহ, বিজ্ঞান অনুষদে ডঃ মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, আইন অনুষদে ডঃ মোঃ নুরুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ডঃ সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, বাণিজ্য অনুষদে ডঃ আবুল হাশেম, জীব বিজ্ঞান অনুষদে ডঃ এসএম ইমামুল হক, ফার্মেসি অনুষদে ডঃ মুনির উদ্দিন আহমেদ।

সাদা গ্রুপের প্রার্থীরা হচ্ছেন— কলা অনুষদে ডঃ তৌহিদুল আনোয়ার, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ডঃ আসাদুজ্জামান, বিজ্ঞান অনুষদে ডঃ শফি চৌধুরী, আইন অনুষদে ডঃ এরশাদুল বারী, বাণিজ্য অনুষদে অধ্যাপক মাঈনুদ্দিন খান, জীব বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক এসআই খান, সাদা দল ফার্মেসি অনুষদে কোন প্রার্থী দেয়নি।

গোলাপী দলের প্রার্থীরা হচ্ছেন— কলা অনুষদের বর্তমান ডিন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক একে মনোয়ার উদ্দিন এবং বাণিজ্য অনুষদে অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ। এবারের নির্বাচনে একমাত্র বর্ণহীন প্রার্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আকমল হোসেন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনিই একমাত্র প্যানেল বহির্ভূত প্রার্থী হিসাবে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এবারের ডিন নির্বাচনে 'নীল গ্রুপ' সকল অনুষদে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। ইতোমধ্যে ফার্মেসি অনুষদে নীল গ্রুপের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। 'নীল গ্রুপ' এর শিক্ষকরা উপাচার্যের নজিরবিহীন নিরপেক্ষতা, শিক্ষক সমিতি এবং সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁদের বিপুল বিজয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন— আসন্ন ডিন নির্বাচনে এরই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

এদিকে সাদা গ্রুপের প্রার্থীরাও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সাদা গ্রুপের কয়েকজন প্রার্থী বলেন, শিক্ষক সমিতি, সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন এবং ডিন নির্বাচন এক নয়। তাঁরা বলেন, ডিন নির্বাচন হচ্ছে একটি একাডেমিক নির্বাচন। এখানে দলীয় কোন প্রভাব পড়ার কথা নয়। গত ডিন নির্বাচনে তারা জয়লাভ করেছিল। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে জানান। তবে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে 'সাদা গ্রুপ'-এ বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন প্যানেলে নির্বাচন করায় তাঁদের মধ্যে একটা মারাত্মক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। উভয় গ্রুপই এখন সমঝোতা চেষ্টা করছে।

দল নিরপেক্ষ গোলাপী প্যানেলে শিক্ষকদের প্যানেল ভোট কম হওয়া সত্ত্বেও আসন্ন নির্বাচনে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে দু' একজন প্রার্থী পার পেতে পারেন বলে শিক্ষক মহলে গুঞ্জন চলছে। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিক্ষক সমিতিও বেশ জমে উঠছে।